সংবাদ

তারিখ ... 30 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ সংকট চরমে

দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবেও দেশীয় মুদ্রাকররা বই ছাপবে না

ভারতে কাজ গেলে সব ছাপাখানা বন্ধ রাখার হুমকি

পুনরায় এনওএ দেয়ার চিন্তাভাবনা

রাকিব উদ্দিন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালিপনা এবং দরপত্রের বাইরে বিশ্বব্যাংকের চাপিয়ে দেয়া শর্তের কারণে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছে এনসিটিবি। সর্বনিম্ন দরদাতা ছাপাখানার মালিকরা ইতোমধ্যে বই ছাপার প্রাথমিক স্বীকৃতিপত্র প্রত্যাখ্যান করায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাদের (বিডার) কার্যাদেশ দেয়ার চিন্তা করেও সংকটের সমাধান হচ্ছে না। কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে যেসব বিডার বই মুদ্রণের কাজ পেয়েছে তাদের প্রায় ৮০ ভাগই দেশীয় প্রতিষ্ঠান, যারা বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনে কাজ করবে না।

আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়ার উদ্যোগ নিলেও সময় লাগবে কমপক্ষে তিন মাস, যা ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়াবে। কারণ দরপত্র আহ্বানের পর কেবল সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ছাপাখানা বা অবকাঠামো পরিদর্শন ও নমুনা কাগজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো পরিদর্শন ও নমুনা কাগজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়নি বলে জানিয়েছে এনসিটিবি।

'দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতাদের কাজ দেয়া হলে কী করবেন'- জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমাদের কয়েকজন আজ এনওএ পেয়েছে। এখন আমরা আইনি বিষয় খতিয়ে দেখছি। আর দ্বিতীয় দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হলে আমরা প্রাথমিকের বই না ছাপার পাশাপাশি মাধ্যমিকের বইও ছাপব না। কারণ নিজস্ব শিল্প ধ্বংস করে বই ছাপার কাজ ভারতকে দেয়া হবে সেটা মানা যায় না। শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজনে এক বছর বই মুদ্রণের কাজ বন্ধ রাখা হবে।'

এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতার মধ্যে কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর পরিদর্শন, নমুনা কাগজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক সময়সাপেক্ষ বিষয়। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের এলসি (ঋণপত্র) খোলাও প্রাথমিক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রাথমিক : স্তরের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সময়সাপেক্ষ বিষয়। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এখন বিশ্বব্যাংকের শর্ত শিথিল করে সর্বনিম্ন দরদাতাদের পুনরায় প্রাথমিক স্বীকৃতিপত্র (এনওএ) দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি।

এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, 'সর্বনিম্ন দরদাতারা কাজ করবে কী না এবং তাদের কার্যাদেশ দেয়া হবে কী না তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় দরদাতাদের কাজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। কারণ এতে সরকারের প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হওয়ার পাশাপাশি ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগবে শুধুমাত্র বই মুদ্রণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই। এজন্য এখন পুনরায় বই মুদ্রণের প্রাথমিক স্বীকৃতিপত্র দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।' বিশ্বব্যাংকের শর্তানুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকে (বিডার) গত ২৬ আগস্ট প্রাথমিক কার্যাদেশ (নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড-এনওএ) দেয়া হলেও তা প্রত্যাখ্যান করে মুদ্রাকররা। পরে ওইদিন এনওএ ডাকযোগে পাঠানো হয়, যা গতকাল কয়েকজন ছাপাখানার মালিক পেয়েছেন। এখন সাত কর্মদিবসের মধ্যে তারা এনসিটিবিকে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

এ বিষয়ে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সহ-সভাপতি তোফায়েল খান গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমি এখনও এনওএ হাতে পায়নি। পেলে সাত কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দিব।'

তবে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বই ছাপবে কী না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কিন্তু এতে যে সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে ১০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হবে সেটা মানা যায় না। কারণ ওই টাকা ভারতে চলে যাবে।' ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ১১ কোটি বই ছাপার জন্য ৩৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু দেশীয় মুদ্রাকররা ২২১ কোটি টাকায় এ কাজ পেয়েছে। এতে সরকারের প্রায় ১০৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। দেশের মোট ২২টি ছাপাখানা এবার প্রাথমিকের বই মুদ্রণের কাজ পেয়েছে।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিকের বই ছাপার মোট খরচের মধ্যে বিশ্বব্যাংক সাড়ে ৯ শতাংশ দিয়ে থাকে। এ হিসেবে এবার সংস্থাটি প্রায় ১৯ কোটি টাকা দিবে। এই টাকা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৩) থেকে দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক শর্ত দিয়েছে, তাদের শর্তানুযায়ী বই না ছাপলে তারা পিইডিপি-৩ তে অর্থায়ন (প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা) বন্ধ করে দিবে। কিন্তু বই মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা 'এনসিটিবি', যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বই মুদ্রণের যাবতীয় দায়দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলেও প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণের অনুমতি, অর্থ ছাড় ও দরপত্রের নির্দেশিকা তৈরির কাজ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর করে থাকে, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনের। কিন্তু এবার বই মুদ্রণ নিয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে এ বিষয়ে 'ধরি মাছ, না চুই পানি' নীতি চলছে। যদিও গত সপ্তাহে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনেই বই ছাপতে হবে মুদ্রাকরদের। অন্যথায় দ্বিতীয় দরদাতাকেই কাজ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।'

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব গতকাল সংবাদকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একেকবার একেক মন্তব্য করছেন। অথচ তারা বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কোন সমাধানে আসার চেষ্টা করছেন না। তাদের হঠকারী তৎপরতার কারণে বই ছাপার পুরো প্রক্রিয়াটিই এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' বিশ্বব্যাংককে বুঝিয়ে শর্ত শিথিল এবং দরপত্রের প্রচলিত শর্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করেই বই ছাপতে হবে বলে মনে করেন ওই কর্মকর্তা।